



121759 - ডিসিকাউন্ট কার্ডের হুকুম

প্রশ্ন

কুয়তে ইউনভার্সিটির ছাত্রদের মাঝে কিছু ডিসিকাউন্ট কার্ড বিলি করা হয়। ডিসিকাউন্টের পরিমাণ ৫% থেকে ২৫% পর্যন্ত। অনেকে জায়গা থেকে এই ডিসিকাউন্ট পাওয়া যায়; যমেন অনেকে রেস্টুরেন্ট, পোশাকের দোকান, বুকস্টোর ইত্যাদি। কিন্তু লক্ষণীয় হলো: এই ডিসিকাউন্ট পতে হলো ৫ দিনার দিয়ে একটি কার্ড ক্রয় করতে হয়। কডে কডে বলেন: এই মূল্যটি বজিঞাপন বা কার্ড বিলিকারী কোম্পানির খরচ হিসেবে তারা নেয়। এই কার্ড ক্রয় করা ও এটি ব্যবহার করা কি জায়যে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এ্যাডভারটাইজিং ও মার্কেটিং কোম্পানিগুলো কথিবা ট্রাভেলস এ্যান্ড টুরস কোম্পানিগুলো কথিবা কিছু ট্রেড সেন্টার যে ডিসিকাউন্ট কার্ড ইস্যু করে থাকে এবং কার্ডধারীকে বিভিন্ন পণ্য ও সার্ভিসের উপর কিছু কোম্পানিও প্রতিষ্ঠান নির্দিষ্ট অংকরে মূল্যছাড় দিয়ে থাকে; এই কার্ডগুলো দুই ধরনের:

এক. যে কার্ডগুলো আর্থিক মূল্যের বিনিময়ে বাৎসরিক গ্রাহক হওয়ার মাধ্যমে পাওয়া যায়।

দুই. ফ্রি কার্ড। এগুলো সংশ্লিষ্ট সেন্টার বা প্রতিষ্ঠান তাদের সাথে লেনদেনে উদ্ভুদ্ধ করার জন্য ক্রতদেরকে উপহার হিসেবে দিয়ে থাকে। কখনও কখনও ক্রতের কোনোকাটা নির্দিষ্ট একটা সীমারে পৌঁছলে তাকে কার্ডটি দেয়া হয়।

যে কার্ডগুলো অর্থের বিনিময়ে পাওয়া যায় সেগুলো হারাম। যহেতে এর মধ্যে নমিনোকত শরয়ি লঙ্ঘন রয়েছে:

১। অস্পষ্টতা ও ধোঁকা। কেননা ক্রত ডিসিকাউন্ট পাওয়ার জন্য কার্ডের মূল্য হিসেবে নির্দিষ্ট অংকরে অর্থ প্রদান করেন। কিন্তু এই ডিসিকাউন্টের স্বরূপ ও পরিমাণ অজ্ঞাত। হতে পারে সেই ব্যক্তি এই কার্ডটি ব্যবহারই করবে না। হতে পারে কার্ডটি ব্যবহার করে সে যে পরিমাণ পরিশোধ করছেলি তার চেয়ে কম পাবে কথিবা বেশি পাবে। অথচ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ধোঁকানিভর ক্রয়বক্রয় থেকে নিষেধ করেছেন। [সহি মুসলিম (১৫১৩)]

ধোঁকানিভর ক্রয়বক্রয় হলো যাতো অজ্ঞাতা রয়েছে।

২। এই লেনদেনেটি ঝুঁকরি উপর প্রতিষ্ঠিতি এবং লাভ ও লোকসানরে মধ্যে ঘূর্ণয়মান। ক্রতো কার্ডটি পাওয়ার জন্য যে মূল্য পরিশোধ করে এর মাধ্যমে সে ঝুঁকনিয়। হয়তো সে লাভবান হব; যদি সে যেত পরিশোধ করেছে এর চয়ে বশে ডিসকাউন্ট পায়। নয়তো সে ক্ষতগ্রিস্ত হব; যদি সে যেত পরিশোধ করেছে এর চয়ে কম ডিসকাউন্ট পায়। এটাই হলো শরয়িতে নিষিদ্ধ জুয়ার স্বরূপ। আল্লাহ তাআলা বলেন: “হে ঈমানদারগণ! মদ, জুয়া, মূর্তগিলো ও ভাগ্য নির্ণয়ের পাত্রগুলো— নোংরা, শয়তানী কর্ম ছাড়া আর কিছু নয়। অতএব এসব থেকে দূরে থাক; যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।”[সূরা মায়াদি, আয়াত: ৯০]

৩। এই কার্ডগুলোর মাধ্যমে মানুষকে ধোঁকা দেয়া হয় এবং তাদের সম্পদ ছনিয়ে নেয়া হয়। প্রতিশ্রুত এসব ডিসকাউন্টের অধিকাংশ কাল্পনিকি ও অবাস্তব।

এসব দোকানগুলোর অনেকে মালকি নজিহে দাম বাড়ায়। এরপর কার্ডধারীদেরকে দেখায় যে, তারা মূল্য ছাড় দিয়েছে। প্রকৃত অবস্থা হলো তারা ততটুকু মূল্য কমায় যতটুকু তারা অন্য দোকানগুলো থেকে বাড়িয়েছিল।

৪। এই কার্ডগুলো অনেকে সময় ঝগড়া বিবাদরে কারণে পরণিত হয়। কারণ যে প্রতিষ্ঠান এই কার্ডটি ইস্যু করেছে সে প্রতিষ্ঠান সকল ট্রেড সেন্টার, কোম্পানি ও ইস্টাবলশিমেন্টকে চুক্তিকৃত পার্সনেটজি মূল্যছাড় দিতে বাধ্য করতে পারে না। যার ফলে বিষয়টি ঝগড়াঝাটির দিকে গড়ায়।

যা কিছু মতভদে ও ঝগড়াঝাটির কারণ তা রোধ করা আবশ্যকীয়। যমেনটি আল্লাহ তাআলা বলছেন: “বস্তুত মদ ও জুয়ার মাধ্যমে শয়তান চায় তোমাদের পরস্পররে মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষে সৃষ্টি করতে এবং তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ ও নামায থেকে বরিত রাখতে। অতএব তোমরা কি (এসব) ছাড়বে?”[সূরা মায়াদি, ৫:৯১]

৫। এ ধরনের ডিসকাউন্ট কার্ডে অন্য ব্যবসায়ীদের ক্ষতি করা হয়; যারা এই ডিসকাউন্ট প্রোগ্রামে যোগদান করেনি।

এ ধরনের কার্ডরে সয়লাবরে ফলে এই ডিসকাউন্ট প্রোগ্রামে অংশগ্রহণকারী দোকানদার ও অংশগ্রহণ না-কারী দোকানদারদের মাঝে শত্রুতা ও বিদ্বেষে তরী হয়। যহেতু ডিসকাউন্টদাতা দোকানগুলোর পণ্য বিক্রি হয়ে যায়; আর যে দোকানদারেরা ডিসকাউন্ট প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করেনি তাদের পণ্য বিক্রি হয় না।[ফাতাওয়াল লাজনাদ দায়মি (১০১৪)]

৬। ডিসকাউন্ট কার্ডরে গ্রাহক কার্ডরে যে ফসি পরিশোধ করে প্রকৃতপক্ষে এর কোন বনিমিয় নাই। সে যদি দোকানদারকে মূল্য কমাতে বল হতে পারে সে কার্ডধারীদেরকে দেয়া প্রতিশ্রুত মূল্যছাড় পাবে কিংবা এর কাছাকাছি মূল্যছাড় পাবে। তখন সে যে অর্থটি কার্ডরে মূল্য হিসেবে পরিশোধ করেছে এর কোন আর বনিমিয় থাকে না। এটাই হলো অন্যায়ভাবে মানুষের সম্পদ ভক্ষণ। কুরআনের দলিলরে ভিত্তিতে এটি নিষিদ্ধ: হে ঈমানদারেরা তোমরা তোমাদের সম্পদ নজিদেরে মধ্যে অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করো না।

রাবতো আলমে ইসলামীর অধিকৃত ‘ফকাহ একাডেমী’-র ১৮ তম অধিবেশনে এই কার্ডরে মাধ্যমে লেনদেন করা হারাম হওয়ার



পক্ষসে সন্দিধান্ত হয়ছে। সন্দিধান্তরে ভাষ্য হলো: এ বিষয়ে উত্থাপতি গবষণাগুলো ও সগেলোর ওপর আলোচনা-পর্যালোচনা শুন্যর পর সন্দিধান্ত হলো: উল্লখেতি ডসিকাউন্ট কার্ড ইস্যু করা কথিবা ক্রয় করা নাজায়যে; যদি এককালীন মূল্য দিয়ে কথিবা বাৎসরিক মূল্য দিয়ে সগেলো কনিতহে হয়। যহেতু এতে ধোঁকা রয়ছে। কনেনা কার্ড ক্রয়কারী অর্থ পরিশোধ করে; অথচ সন্দিধান্তে না য়ে, এর বপিরীতে সন্দিধান্ত কী পাবে। তাই এক্ষেত্রে লোকসান হওয়া সন্নিশ্চিত। আর লাভ হওয়া সম্ভাবনাময়।

অনুরূপভাবে স্থায়ী কমটি থেকে এই ডসিকাউন্ট শ্রণীর কার্ড দিয়ে লনেদনে করা হারাম হওয়া মরম্ ফতোয়া ইস্যু হয়ছে। এবং শাইখ বনি বায ও শাইখ উছাইমীনও এই ফতোয়া দনে।

[দখেুন: ফাতাওয়াল লাজনাদ দায়মি (৬/১৪), ফাতাওয়া বনি বায (১৯/৫৮)]

আর ফরী কার্ডগুলো; যগেলো বনিমূল্যে ক্রতোক্রে প্রদান করা হয় সগেলো ব্যবহার করতে ও সগেলোর মাধ্যমে উপকৃত হতে কোন বাধা নাই। কনেনা কার্ডটি ফরী দিয়ে হলো সটে লনেদনেকে অনুদান শ্রণীর চুক্তিতে পরণিত করে। অনুদান শ্রণীর চুক্তিতে অস্পষ্টতা ক্ষমার্হ।

সারকথা হলো: ফরীতে পাওয়া কার্ড থেকে যদি ক্রতোক্রে কোন ডসিকাউন্ট না পায় তাহলেও তার কোন লোকসান নহে।

এই মরম্ ফকিহ একাডেমীর সন্দিধান্ত রয়ছে। তাতে আছে: যদি ডসিকাউন্ট কার্ডগুলো বনিমূল্যে ফরী ইস্যু করা হয়; তাহলে সগেলো ইস্যু করা ও গ্রহণ করা শরয়িতরে দৃষ্টিতে জায়যে। যহেতু তখন সটে অনুদানের কথিবা উপহারের প্রতশ্রুতি শ্রণীয়।

আরও জানতে পড়ুন:

শাইখ বাকর আবু যায়দে লখিতি: بطاقة التخفيض حقيقتها التجارية وأحكامها الشرعية

এবং ড. খালদি আল-মুসলহি রচিত: الحوافز التجارية التسويقية وأحكامها في الفقه الإسلامي

আল্লাহই সর্ববজ্ঞঃ।